নারীর জান্নাত যে পথে

[Bengali – বাংলা – بنغالي]

সানাউল্লাহ নজির আহমদ

৪০৩২

সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

الطريق إلى الجنة

[للنساء خاصة]

ثناء الله نذير أحمد

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

IslamHouse.com

সূচীপত্র

প্রেক্ষাপট

চারদিক থেকে ভেসে আসছে নির্দয় ও পাষণ্ড স্বামী নামের হিংস্র পশুগুলোর আক্রমণের শিকার অসহায় ও অবলা নারীর করুণ বিলাপ। অহরহ ঘটছে দায়ের কোপ, লাথির আঘাত, অ্যাসিডে ঝলসানো, আগুনে পুড়ানো, বিষ প্রয়োগ এবং বালিশ চাপাসহ নানা দুঃসহ কায়দায় নারী মৃত্যুর ঘটনা। কারণ, তাদের পাঠ্যসূচী থেকে ওঠে গেছে বিশ্ব নবীর বাণী "তোমরা নারীদের প্রতি কল্যাণকামী হও।" "তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম, আমি আমার স্ত্রীদের নিকট উত্তম।"

অপর দিকে চারদিক বিষিয়ে তুলছে, আল্লাহর বিধান বিরোধী আইনের দোহাই পেড়ে পতিভক্তিশূন্য, মায়া-ভালোবাসাহীন স্ত্রী নামের ডাইনীগুলোর অবজ্ঞার পাত্র, অসহায় স্বামীর ক্ষোভ ও ক্রোধে ভরা আর্তনাদ। কারণ, তারা রাসূলের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত "আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সাজদাহ করার অনুমতি থাকলে, আমি নারীদের নির্দেশ দিতাম স্বামীদের সাজদাহ করার।" মান-অভিমানের ছলনা আর সামান্য তুচ্ছ ঘটনার ফলে সাজানো-গোছানো, সুখের সংসার, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ও তছনছ

হয়ে যাচ্ছে মুহূর্তে। ক্ষণিকেই বিস্মৃতির আস্তাকুরে পর্যবসিত হচ্ছে পূর্বের সব মিষ্টি-মধুর স্মৃতি, আনন্দঘন-মুহূর্ত। দায়ী কখনো স্বামী, কখনো স্ত্রী। আরো দায়ী বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিদ্যমান ধর্মহীন, পাশ্চাত্যপন্থী সিলেবাস। যা তৈরি করেছে ইংরেজ ও এদেশের এমন শিক্ষিত সমাজ, যারা রঙে বর্ণে বাঙালী হলেও চিন্তা চেতনা ও মন-মানসিকতায় ইংরেজ। মায়ের উদর থেকে অসহায় অবস্থায় জন্ম গ্রহণকারী মানুষের তৈরি এ সিলেবাস অসম্পূর্ণ, যা সর্বক্ষেত্রে সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে ব্যর্থ। যে সিলেবাসে শিক্ষিত হয়ে স্ত্রী স্বামীর অধিকার সম্পর্কে জানে না, স্বামীও থাকে স্ত্রীর প্রাপ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। একজন অপর জনের প্রতি থাকে বীতশ্রদ্ধ। ফলে পরস্পরের মাঝে বিরাজ করে সমঝোতা ও সমন্বয়ের সংকট। সম্পূরকের পরিবর্তে প্রতিপক্ষ হিসেবে বিবেচনা করে একে অপরকে। আস্থা রাখতে পারছে না কেউ কারো ওপর। তাই স্বনির্ভরতার জন্য নারী-পুরুষ সবাই অসম প্রতিযোগিতার ময়দানে ঝাঁপ দিচ্ছে। মূলত হয়ে পড়ছে পরনির্ভর, খাবার-দাবার, পরিচ্ছন্নতা-পবিত্রতা এবং সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রেও

ঝি-চাকর কিংবা শিশু আশ্রমের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে। ফলে যা হবার তাই হচ্ছে... পক্ষান্তরে আসল শিক্ষা ও মানব জাতির সঠিক পাথেয় আল-কুরআনের দিক-নির্দেশনা পরিত্যক্ত ও সংকুচিত হয়ে আশ্রয় নিয়েছে কুঁড়ে ঘরে, কর্তৃত্বশূন্য কিছু মানবের হৃদয়ে। তাই, স্বভাবতই মানব জাতি অন্ধকারাচ্ছন্ন, সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত, কিংকর্তব্যবিমূঢ় নিজদের সমস্যা নিয়ে। দোদুল্যমান স্বীয় সিদ্ধান্তের ব্যাপারে। আমাদের প্রয়াস এ ক্রান্তিকালে নারী-পুরুষের বিশেষ অধ্যায়, তথা দাম্পত্য জীবনের জন্য কুরআন-হাদীস সিঞ্চিত একটি আলোকবর্তিকা পেশ করা, যা দাম্পত্য জীবনে বিশ্বস্ততা ও সহনশীলতার আবহ সৃষ্টি করবে। কলহ, অসহিষ্ণুতা ও অশান্তি বিদায় দেবে চিরতরে। উপহার দিবে সুখ ও শান্তিময় অভিভাবকপূর্ণ নিরাপদ পরিবার।

ভূমিকা

বইটি কুরআন, হাদীস, আদর্শ মনীষীগণের উপদেশ এবং কতিপয় বিজ্ঞ আলিমের বাণী ও অভিজ্ঞতার আলোকে সংকলন করা হয়েছে। বইটিতে মূলত নারীদের বিষয়টি বেশি গুরুত্ব পেয়েছে, অবশ্য পুরুষদের প্রসঙ্গও আলোচিত হয়েছে, তবে তা প্রাসঙ্গিকভাবে। যে নারী-পুরুষ আল্লাহকে পেতে চায়, আখেরাতে সফলতা অর্জন করতে চায়, তাদের জন্য বইটি পাথেয় হবে বলে আমি দৃঢ় আশাবাদী। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٖ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلٗا مُّبِينٗا ٣٦﴾ [الاحزاب: ٣٦]

“আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে না; আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৩৬]

রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى».

“আমার প্রত্যেক উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে, তবে যে অস্বীকার করবে। সাহাবারা প্রশ্ন করলেন, কে অস্বীকার করবে হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, যে আমার অনুসরণ করল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার অবাধ্য হলো, সে অস্বীকার করল।”[১]

পরিশেষে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা এ বইটি দ্বারা আমাকে এবং সকল মুসলিমকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। বইটি তার সন্তুষ্টি অর্জনের উসীলা হিসেবে কবুল করুন। সে দিনের সঞ্চয় হিসেবে রক্ষিত রাখুন, যে দিন কোনো সন্তান, কোনো সম্পদ উপকারে আসবে না, শুধু সুস্থ অন্তকরণ ছাড়া। আমাদের সর্বশেষ ঘোষণা সকল প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলার জন্য, যিনি সৃষ্টিকুলের রব-প্রতিপালক।

---

[1] সহীহ বুখারী।

নারীর ওপর পুরুষের কর্তৃত্ব:

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ﴾ [النساء: ٣٤]

“পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, এ কারণে যে আল্লাহ তাদের একের ওপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা নিজদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩৪]

হাফেয ইবন কাসীর অত্র আয়াতের তাফসীরে বলেন, “পুরুষ নারীর তত্ত্বাবধায়ক। অর্থাৎ সে তার গার্জিয়ান, অভিভাবক, তার ওপর কর্তৃত্বকারী ও তাকে সংশোধনকারী, যদি সে বিপদগামী বা লাইনচ্যুত হয়।”[২]

এ ব্যাখ্যা রাসূলের হাদীস দ্বারাও সমর্থিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি যদি আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সাজদাহ করার নির্দেশ দিতাম, তবে

---

[2] ইবন কাসীর: ১/৭২১।

নারীদের আদেশ করতাম স্বামীদের সেজদার করার জন্য। সে আল্লাহর শপথ করে বলছি, যার হাতে আমার জীবন, নারী তার স্বামীর সব হক আদায় করা ব্যতীত, আল্লাহর হক আদায়কারী হিসেবে গণ্য হবে না। এমনকি স্বামী যদি তাকে বাচ্চা প্রসবস্থান থেকে তলব করে, সে তাকে নিষেধ করবে না।”[৩]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ﴾ [النساء: ٣٤]

“সুতরাং পুণ্যবতী নারীরা অনুগত, তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে হিফাযতকারীনী ঐ বিষয়ের যা আল্লাহ হিফাযত করেছেন।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩৪]

ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, সুতরাং নেককার নারী সে, যে আনুগত্যশীল। অর্থাৎ যে নারী সর্বদা স্বামীর আনুগত্য করে... নারীর জন্য আল্লাহ

---

[3] সহীহ আল-জামে আল-সাগির : ৫২৯৫

এবং তার রাসূলের হকের পর স্বামীর হকের মতো অবশ্য কর্তব্য কোনো হক নেই।’[৪]

হে নারীগণ, তোমরা এর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখ। বিশেষ করে সে সকল নারী, যারা সীমালঙ্ঘনে অভ্যস্ত, স্বেচ্ছাচার প্রিয়, স্বামীর অবাধ্য ও পুরুষের আকৃতি ধারণ করে। স্বাধীনতা ও নারী অধিকারের নামে কোনো নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে, যখন ইচ্ছা বাইরে যাচ্ছে আর ঘরে ফিরছে। যখন যা মন চাচ্ছে তাই করে যাচ্ছে। তারাই দুনিয়া এবং দুনিয়ার চাকচিক্যের বিনিময়ে আখেরাত বিক্রি করে দিয়েছে। হে বোন, সতর্ক হও, চৈতন্যতায় ফিরে আস, তাদের পথ ও সঙ্গ ত্যাগ করে। তোমার পশ্চাতে এমন দিন ধাবমান যার বিভীষিকা বাচ্চাদের পৌঁছে দিবে বার্ধক্যে।

নারীদের ওপর পুরুষের কর্তৃত্বের কারণ:

পুরুষরা নারীদের অভিভাবক ও তাদের ওপর কর্তৃত্বশীল। যার মূল কারণ উভয়ের শারীরিক গঠন, প্রাকৃতিক স্বভাব,

---

[4] ফাতওয়া ইবন তাইমিয়্যাহ: ৩২/২৭৫।

যোগ্যতা ও শক্তির পার্থক্য। আল্লাহ তা'আলা নারী-পুরুষকে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য এবং ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও অবয়বে সৃষ্টি করেছেন।

দুনিয়ার সর্বোত্তম সম্পদ নেককার স্ত্রী:

আব্দুল্লাহ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "পূর্ণ দুনিয়া উপকৃত হওয়ার সামগ্রী, আর সবচেয়ে উপভোগ্য সম্পদ হলো নেককার নারী।"[৫]

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "চারটি গুণ দেখে নারীদের বিবাহ করা হয়- সম্পদ, বংশ মর্যাদা, সৌন্দর্য ও দীনদারি। তবে তোমার হাত ধুলি ধুসরিত হোক, তুমি ধার্মিকতার দিক প্রাধান্য দিয়েই তুমি কামিয়াব হও।"[৬]

---

[5] সহীহ মুসলিম।

[6] সহীহ মুসলিম: ১০/৩০৫।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “চারটি বস্তু শুভ লক্ষণ। যথা- ১. নেককার নারী, ২. প্রশস্ত ঘর, ৩. সৎ প্রতিবেশী, ৪. সহজ প্রকৃতির আনুগত্যশীল-পোষ্য বাহন। পক্ষান্তরে অপর চারটি বস্তু কুলক্ষণা। তার মধ্যে একজন বদকার নারী।”[৭]

এসব আয়াত ও হাদীস পুরুষদের যেমন নেককার নারী গ্রহণ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে, তেমনি উৎসাহ দেয় নারীদেরকে আদর্শ নারীর সকল গুনাবলী অর্জনের প্রতি। যাতে তারা আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় নেককার নারী হিসেবে গণ্য হতে পারে।

প্রিয় মুসলিম বোন, তোমার সামনে সে উদ্দেশেই নেককার নারীদের গুণাবলী পেশ করা হচ্ছে, যা চয়ন করা হয়েছে কুরআন, হাদীস ও পথিকৃৎ আদর্শবান নেককার আলিমদের বাণী ও উপদেশ থেকে। তুমি এগুলো শিখার ব্রত গ্রহণ কর। সঠিকরূপে এর অনুশীলন আরম্ভ কর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “ইলম

---

[7] হাকেম, সহীহ আল-জামে: ৮৮৭।

আসে শিক্ষার মাধ্যমে। শিষ্টাচার আসে সহনশীলতার মাধ্যমে। যে কল্যাণ অনুসন্ধান করে, আল্লাহ তাকে সুপথ দেখান।”[৪]

নেককার নারীর গুণাবলি:

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ﴾ [النساء: ٣٤]

“সুতরাং পুণ্যবতী নারীরা অনুগত, তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে হিফাযতকারীনী ঐ বিষয়ের যা আল্লাহ হিফাযত করেছেন।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩৪]

ইবন কাসীর রহ. লিখেন, فالصالحات শব্দের অর্থ নেককার নারী, ইবন আব্বাস ও অন্যান্য মুফাসসিরের মতে قانتات শব্দের অর্থ স্বামীদের আনুগত্যশীল নারী, আল্লামা সুদ্দী ও অন্যান্য মুফাসসির বলেন حافظات للغيب শব্দের অর্থ

---

[৪] দারাকুতনী।

স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজের চরিত্র ও স্বামীর সম্পদ রক্ষাকারী নারী।”[৯]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়ে, রমযানের সাওম পালন করে, আপন লজ্জাস্থান হিফাযত করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে তাকে বলা হবে, যে দরজা দিয়ে ইচ্ছে তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর।”[১০]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তোমাদের সেসব স্ত্রী জান্নাতি, যারা মমতাময়ী, অধিক সন্তান প্রসবকারী, পতি-সঙ্গ প্রিয়- যে স্বামী গোস্বা করলে সে তার হাতে হাত রেখে বলে, আপনি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আমি দুনিয়ার কোনো স্বাদ গ্রহণ করব না।”[১১]

সুনান নাসাঈতে আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একদা

---

[9] ইবন কাসীর: ১ : ৭৪৩।

[10] ইবন হিব্বান, সহীহ আল-জামে: ৬৬০।

[11] আলবানির সহীহ হাদীস সংকলন: ২৮৭।

জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল, কোনো নারী সব চেয়ে ভালো? তিনি বললেন, “যে নারী স্বামীকে আনন্দিত করে, যখন স্বামী তার দিকে দৃষ্টি দেয়। যে নারী স্বামীর আনুগত্য করে, যখন স্বামী তাকে নির্দেশ দেয়, যে নারী স্বামীর সম্পদ ও নিজ নফসের ব্যাপারে, এমন কোনো কর্মে লিপ্ত হয় না, যা স্বামীর অপছন্দ।”[১২]

হে মুসলিম নারী, নিজকে একবার পরখ কর, ভেবে দেখ এর সাথে তোমার মিল আছে কতটুকু। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার পথ অনুসরণ কর। দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণ অর্জনের শপথ গ্রহণ কর। নিজ স্বামী ও সন্তানের ব্যাপারে যত্নশীল হও।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক মহিলাকে জিজ্ঞাসা করেন, “তোমার কি স্বামী আছে? সে বলল হ্যাঁ, রাসূল বললেন, তুমি তার কাছে কেমন? সে বলল, আমি তার সন্তুষ্টি অর্জনে কোনো ত্রুটি করি না, তবে আমার সাধ্যের বাইরে হলে ভিন্ন কথা। রাসূল

---

[12] সুনান নাসাঈ, হাদীস নং ৩০৩০।

বললেন, লক্ষ্য রেখ, সে-ই তোমার জান্নাত বা জাহান্নাম।”[১৩]

উপরের আলোচনার আলোকে নেককার নারীর গুণাবলি:

১. নেককার: ভালো কাজ সম্পাদনকারী ও নিজ রবের হক আদায়কারী নারী।

২. আনুগত্যশীল: বৈধ কাজে স্বামীর আনুগত্যশীল নারী।

৩. সতী: নিজ নফসের হিফাযতকারী নারী, বিশেষ করে স্বামীর অবর্তমানে।

৪. হিফাযতকারী: স্বামীর সম্পদ ও নিজ সন্তান হিফাযতকারী নারী।

৫. আগ্রহী: স্বামীর পছন্দের পোশাক ও সাজ গ্রহণে আগ্রহী নারী।

৬. সচেষ্ট: স্বামীর গোস্বা নিবারণে সচেষ্ট নারী। কারণ, হাদীসে এসেছে, স্বামী নারীর জান্নাত বা জাহান্নাম।

---

[13] আহমাদ: ৪ : ৩৪১।

৭. সচেতন: স্বামীর চাহিদার প্রতি সচেতন নারী। স্বামীর বাসনা পূর্ণকারী।

যে নারীর মধ্যে এসব গুণ বিদ্যমান, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষ্য মতে জান্নাতী। তিনি বলেছেন, "যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়ে, রমযানের সাওম রাখে, নিজ চরিত্র হিফাযত করে ও স্বামীর আনুগত্য করে, তাকে বলা হবে, যে দরজা দিয়ে ইচ্ছে জান্নাতে প্রবেশ কর।"[১৪]

আনুগত্যপরায়ন নেককার নারীর উদাহরণ:

শা'বি বর্ণনা করেন, একদিন আমাকে শুরাইহ বলেন, "শা'বি, তুমি তামিম বংশের মেয়েদের বিয়ে কর। তামিম বংশের মেয়েরা খুব বুদ্ধিমতী। আমি বললাম, আপনি কীভাবে জানেন তারা বুদ্ধিমতী? তিনি বললেন, আমি কোনো জানাজা থেকে বাড়ি ফিরছিলাম, পথের পাশেই ছিল তাদের কারোর বাড়ি। লক্ষ্য করলাম, জনৈক বৃদ্ধ মহিলা একটি ঘরের দরজায় বসে আছে, তার পাশেই

[14] ইবন হিববান, আল-জামে: ৬৬০।

রয়েছে সুন্দরী এক যুবতী। মনে হলো, এমন রূপসী মেয়ে আমি আর কখনো দেখি নি। আমাকে দেখে মেয়েটি কেটে পড়ল। আমি পানি চাইলাম, অথচ আমার তৃষ্ণা ছিল না। সে বলল, তুমি কেমন পানি পছন্দ কর, আমি বললাম যা উপস্থিত আছে। মহিলা মেয়েকে ডেকে বলল, দুধ নিয়ে আস, মনে হচ্ছে সে বহিরাগত। আমি বললাম, এ মেয়ে কে? সে বলল, জারিরের মেয়ে যয়নব। হানযলা বংশের ও। বললাম, বিবাহিতা না অবিবাহিতা? সে বলল, না, অবিবাহিতা। আমি বললাম, আমার কাছে তাকে বিয়ে দিয়ে দাও। সে বলল, তুমি যদি তার কুফু হও, দিতে পারি। আমি বাড়িতে পৌঁছে দুপুরে সামান্য বিশ্রাম নিতে শোবার ঘরে গেলাম, কোনো মতে চোখে ঘুম ধরল না। জোহর সালাত পড়লাম। অতঃপর আমার গণ্যমান্য কয়েকজন বন্ধু, যেমন, আলকামা, আসওয়াদ, মুসাইয়্যেব এবং মুসা ইবন আরফাতাকে সাথে করে মেয়ের চাচার বাড়িতে গেলাম। সে আমাদের সাদরে গ্রহণ করল। অতঃপর বলল, আবু উমাইয়্যা, কী উদ্দেশ্যে আসা? আমি বললাম, আপনার ভাতিজি যয়নবের উদ্দেশ্যে। সে বলল, তোমার ব্যাপারে তার কোনো আগ্রহ নেই! অতঃপর সে

আমার কাছে তাকে বিয়ে দিল। মেয়েটি আমার জালে আবদ্ধ হয়ে খুবই লজ্জাবোধ করল। আমি বললাম, আমি তামিম বংশের নারীদের কী সর্বনাশ করেছি? তারা কেন আমার ওপর অসন্তুষ্ট? পরক্ষণই তাদের কঠোর স্বভাবের কথা আমার মনে পড়ল। ভাবলাম, তালাক দিয়ে দেব। পুনরায় ভাবলাম, না, আমিই তাকে আপন করে নিব। যদি আমার মনপুত হয়, ভালো, অন্যথায় তালাকই দিয়ে দেব। শা'বি, সে রাতের মুহূর্তগুলো এতো আনন্দের ছিল, যা ভোগ না করলে অনুধাবন করার জো নেই। খুবই চমৎকার ছিল সে সময়টা, যখন তামিম বংশের মেয়েরা তাকে নিয়ে আমার কাছে এসেছিল। আমার মনে পড়ল, রাসূলের সুন্নাতের কথা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "স্ত্রী প্রথম ঘরে প্রবেশ করলে স্বামীর কর্তব্য, দু'রাকাত সালাত পড়া, স্ত্রীর মধ্যে সুপ্ত মঙ্গল কামনা করা এবং তার মধ্যে লুকিত অমঙ্গল থেকে পানাহ চাওয়া।" আমি সালাত শেষে পিছনে তাকিয়ে দেখলাম, সে আমার সাথে সালাত পড়ছে। যখন সালাত শেষ করলাম, মেয়েরা আমার কাছে উপস্থিত হলো। আমার কাপড় পালটে সুগন্ধি মাখা কম্বল আমার উপর

টেনে দিল। যখন সবাই চলে গেল, আমি তার নিকটবর্তী হলাম ও তার শরীরের এক পাশে হাত বাড়ালাম। সে বলল, আবু উমাইয়্যা, রাখ। অতঃপর বলল,

«الحمد لله، أحمده و أستعينه، وأصلي على محمد وآله...»

"আমি একজন অভিজ্ঞতা শূন্য অপরিচিত নারী। তোমার পছন্দ অপছন্দ আর স্বভাব রীতির ব্যাপারে কিছুই জানি না আমি। আরো বলল, তোমার বংশীয় একজন নারী তোমার বিবাহে আবদ্ধ ছিল, আমার বংশেও সে রূপ বিবাহিতা নারী বিদ্যমান আছে, কিন্তু আল্লাহর সিদ্ধান্তই সিদ্ধান্ত। তুমি আমার মালিক হয়েছ, এখন আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক আমার সাথে ব্যবহার কর। হয়তো ভালোভাবে রাখ, নয়তো সুন্দরভাবে আমাকে বিদায় দাও। এটাই আমার কথা, আল্লাহর নিকট তোমার ও আমার জন্য মাগফিরাত কামনা করছি।"

শুরাইহ বলল, শা'বি, সে মুহূর্তেও আমি মেয়েটির কারণে খুতবা দিতে বাধ্য হয়েছি। অতঃপর আমি বললাম,

«الحمد لله، أحمده وأستعينه، وأصلي على النبي وآله وأسلم، وبعد...»

তুমি এমন কিছু কথা বলেছ, যদি তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক, তোমার কপাল ভালো। আর যদি পরিত্যাগ কর, তোমার কপাল মন্দ। আমার পছন্দ... আমার অপছন্দ... আমরা দু'জনে একজন। আমার মধ্যে ভালো দেখলে প্রচার করবে, আর মন্দ কিছু দৃষ্টিগোচর হলে গোপন রাখবে।

সে আরো কিছু কথা বলেছে, যা আমি ভুলে গেছি। সে বলেছে, আমার আত্মীয় স্বজনের আসা-যাওয়া তুমি কোন দৃষ্টিতে দেখ? আমি বললাম, ঘনঘন আসা-যাওয়ার মাধ্যমে বিরক্ত করা পছন্দ করি না। সে বলল, তুমি পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে যার ব্যাপারে অনুমতি দিবে, তাকে আমি ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি দিব। যার ব্যাপারে নিষেধ করবে, তাকে আমি অনুমতি দেব না। আমি বললাম, এরা ভালো, ওরা ভালো না।

শুরাইহ বলল, শা'বি, আমার জীবনের সব চেয়ে আনন্দদায়ক অধ্যায় হচ্ছে, সে রাতের মুহূর্তগুলো। পূর্ণ একটি বছর গত হলো, আমি তার মধ্যে আপত্তিকর কিছু দেখি নি। এক দিনের ঘটনা, 'দারুল ক্বাযা' বা বিচারালয়

থেকে বাড়ি ফিরে দেখি, ঘরের ভেতর একজন মহিলা তাকে উপদেশ দিচ্ছে; আদেশ দিচ্ছে আর নিষেধ করছে। আমি বললাম সে কে? বলল, তোমার শ্বশুর বাড়ির অমুক বৃদ্ধ। আমার অন্তরের সন্দেহ দূর হলো। আমি বসার পর, মহিলা আমার সামনে এসে হাযির হলো। বলল, আসসালামু আলাইকুম, আবু উমাইয়্যা। আমি বললাম, ওয়া আলাইকুমুস সালাম, আপনি কে? বলল, আমি অমুক; তোমার শ্বশুর বাড়ির লোক। বললাম, আল্লাহ তোমাকে কবুল করুন। সে বলল, তোমার স্ত্রী কেমন পেয়েছ? বললাম, খুব সুন্দর। বলল, আবু উমাইয়্যা, নারীরা দু'সময় অহংকারের শিকার হয়। পুত্র সন্তান প্রসব করলে আর স্বামীর কাছে খুব প্রিয় হলে। কোনো ব্যাপারে তোমার সন্দেহ হলে লাঠি দিয়ে সোজা করে দেবে। মনে রাখবে, পুরুষের ঘরে আহলাদি নারীর ন্যায় খারাপ আর কোনো বস্তু নেই। বললাম, তুমি তাকে সুন্দর আদব শিক্ষা দিয়েছ, ভালো জিনিসের অভ্যাস গড়ে দিয়েছ তার মধ্যে। সে বলল, শ্বশুর বাড়ির লোকজনের আসা-যাওয়া তোমার কেমন লাগে? বললাম, যখন ইচ্ছে তারা আসতে পারে। শুরাইহ বলল, অতঃপর সে মহিলা প্রতি বছর একবার

করে আসত আর আমাকে উপদেশ দিয়ে যেত। সে মেয়েটি বিশ বছর আমার সংসার করেছে, একবার ব্যতীত কখনো তিরস্কার করার প্রয়োজন হয় নি। তবে ভুল সেবার আমারই ছিল।

ঘটনাটি এমন, ফজরের দু'রাকাত সুন্নাত পড়ে আমি ঘরে বসে আছি, মুয়াযযিন একামত দিতে শুরু করল। আমি তখন গ্রামের মসজিদের ইমাম। দেখলাম, একটা বিচ্ছু হাঁটা-চলা করছে, আমি একটা পাত্র উঠিয়ে তার ওপর রেখে দিলাম। বললাম, যয়নব, আমার আসা পর্যন্ত তুমি নড়াচড়া করবে না। শা'বি, তুমি যদি সে মুহূর্তটা দেখতে! সালাত শেষে ঘরে ফিরে দেখি, বিচ্ছু সেখান থেকে বের হয়ে তাকে দংশন করেছে। আমি তৎক্ষণাৎ লবণ ও সাক্ত তলব করে, তার আঙুলের উপর মালিশ করলাম। সূরা ফাতিহা, সূরা নাস ও সূরা ফালাক পড়ে তার উপর দম করলাম।"[১৫]

---

[15] ইবন আবদে রব্বিহ আন্দালুসি রচিত 'তাবায়েউন্নি'সা নামক গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর কর্তব্য:

১. স্বামীর অসন্তুষ্টি থেকে বিরত থাকা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তিনজন ব্যক্তির সালাত তাদের মাথার উপরে উঠে না। (ক) পলাতক গোলামের সালাত, যতক্ষণ না সে মনিবের নিকট ফিরে আসে। (খ) সে নারীর সালাত, যে নিজ স্বামীকে রাগান্বিত রেখে রাত যাপন করে। (গ) সে আমিরের সালাত, যার ওপর তার অধীনরা অসন্তুষ্ট।”[১৬]

২. স্বামীকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা। ইমাম আহমদ ও অন্যান্য মুহাদ্দিস বর্ণনা করেন, “দুনিয়াতে যে নারী তার স্বামীকে কষ্ট দেয়, জান্নাতে তার হুরগণ (স্ত্রীগণ) সে নারীকে লক্ষ্য করে বলে, তাকে কষ্ট দিও না, আল্লাহ তোমার সর্বনাশ করুন। সে তো তোমার কাছে ক'দিনের মেহমান মাত্র, অতি শীঘ্রই তোমাকে ছেড়ে আমাদের কাছে চলে আসবে।”[১৭]

---

[16] তিরমিযী, হাদীস নং ২৯৫।

[17] আহমদ, তিরমিযী, সহীহ আল-জামে: ৭১৯২।

৩. স্বামীর অকৃতজ্ঞ না হওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আল্লাহ তা‘আলা সে নারীর দিকে দৃষ্টি দিবেন না, যে নিজ স্বামীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না, অথচ সে স্বামী ব্যতীত স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়।”[১৮]

ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমি জাহান্নাম কয়েক বার দেখেছি, কিন্তু আজকের ন্যায় ভয়ানক দৃশ্য আর কোনো দিন দেখি নি। তার মধ্যে নারীর সংখ্যাই বেশি দেখেছি। তারা বলল, আল্লাহর রাসূল কেন? তিনি বললেন, তাদের না শোকরিয়ার কারণে। জিজ্ঞাসা করা হলো, তারা কি আল্লাহর না শোকরি করে? বললেন, না, তারা স্বামীর না শোকরি করে, তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। তুমি যদি তাদের কারো ওপর যুগ-যুগ ধরে ইহসান কর, অতঃপর কোনো দিন তোমার কাছে তার বাসনা পূণ না হলে সে

[18] সুনান নাসাঈ।

বলবে, আজ পর্যন্ত তোমার কাছে কোনো কল্যাণই পেলাম না।"১৯

৪. কারণ ছাড়া তালাক তলব না করা। ইমাম তিরমিযী, আবু দাউদ প্রমুখগণ সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, "যে নারী কোনো কারণ ছাড়া স্বামীর কাছে তালাক তলব করল, তার ওপর জান্নাতের ঘ্রাণ পর্যন্ত হারাম।"

৫. অবৈধ ক্ষেত্রে স্বামীর আনুগত্য না করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহর অবাধ্যতায় মানুষের আনুগত্য করা যাবে না।"২০ এখানে নারীদের শয়তানের একটি ধোঁকা থেকে সতর্ক করছি, দো'আ করি আল্লাহ তাদের সুপথ দান করুন। কারণ. দেখা যায় স্বামী যখন তাকে কোনো জিনিসের হুকুম করে, সে এ হাদীসের দোহাই দিয়ে বলে এটা হারাম, এটা নাজায়েয, এটা জরুরি নয়। উদ্দেশ্য স্বামীর নির্দেশ

---

[19] সহীহ মুসলিম: ৬ : ৪৬৫।

[20] আহমদ, হাকেম, সহীহ আল-জামে: ৭৫২০।

উপেক্ষা করা। আমি তাদেরকে আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীটি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسۡوَدَّةٌۚ﴾ [الزمر: ٦٠]

"যারা আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করেছে, কিয়ামতের দিন তাদের চেহারা কালো দেখবেন।" [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬০]

হাসান বসরি রহ. বলেন, "হালাল ও হারামের ব্যাপারে আল্লাহ ও তার রাসূলের ওপর মিথ্যা বলা নিরেট কুফুরী।"

৬. স্বামীর বর্তমানে তার অনুমতি ব্যতীত সাওম না রাখা। সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কোনো নারী স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত সাওম রাখবে না।"[২১] যেহেতু স্ত্রীর সাওমের কারণে স্বামী নিজ প্রাপ্য

---

[21] সহীহ মুসলিম: ৭ : ১২০।

অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকে, যা কখনো গুনাহের কারণ হতে পারে। এখানে সাওম দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই নফল সাওম উদ্দেশ্য। কারণ, ফরয সাওম আল্লাহর অধিকার, আল্লাহর অধিকার স্বামীর অধিকারের চেয়ে বড়।

৭. স্বামীর ডাকে সাড়া না দেওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কোনো পুরুষ যখন তার স্ত্রীকে নিজের বিছানায় ডাকে, আর স্ত্রী তার ডাকে সাড়া না দেয়, এভাবেই স্বামী রাত যাপন করে, সে স্ত্রীর ওপর ফিরিশতারা সকাল পর্যন্ত অভিসম্পাত করে।"[২২]

৮. স্বামী-স্ত্রীর একান্ত গোপনীয়তা প্রকাশ না করা: আসমা বিনতে ইয়াযিদ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কিছু পুরুষ আছে যারা নিজ স্ত্রীর সাথে কৃত আচরণের কথা বলে বেড়ায়, তদ্রুপ কিছু নারীও আছে যারা আপন স্বামীর গোপন ব্যাপারগুলো প্রচার করে বেড়ায়?! এ কথা শুনে সবাই চুপ হয়ে গেল, কেউ কোনো শব্দ করল না। আমি বললাম, হ্যাঁ, হে

---

[22] সহীহ মুসলিম: ১০ : ২৫৯।

আল্লাহর রাসূল! নারী-পুরুষেরা এমন করে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এমন করো না। এটা তো শয়তানের মতো যে রাস্তার মাঝে নারী শয়তানের সাক্ষাৎ পেল, আর অমনি তাকে জড়িয়ে ধরল, এদিকে লোকজন তাদের দিকে তাকিয়ে আছে!”[২৩]

৯. স্বামীর ঘর ছাড়া অন্য কোথাও বিবস্ত্র না হওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে নারী স্বামীর ঘর ব্যতীত অন্য কোথাও বিবস্ত্র হলো, আল্লাহ তার গোপনীয়তা নষ্ট করে দিবেন।”[২৪]

১০. স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কাউকে তার ঘরে ঢুকতে না দেওয়া। সহীহ বুখারীতে আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “নারী তার স্বামীর উপস্থিতিতে অনুমিত ছাড়া সাওম পালন করবে না এবং তার অনুমতি ছাড়া তার ঘরে কাউকে

---

[23] ইমাম আহমদ।

[24] ইমাম আহমদ, সহীহ আল-জামে: ৭।

প্রবেশ করতে দিবে না।”[২৫]

১১. স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘর থেকে বের না হওয়া। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, “তোমরা ঘরে অবস্থান কর” ইবন কাসীর রহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন, “তোমরা ঘরকে আঁকড়িয়ে ধর, কোনো প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হয়ো না।”[২৬] নারীর জন্য স্বামীর আনুগত্য যেমন ওয়াজিব, তেমন ঘর থেকে বের হওয়ার জন্য তার অনুমতি ওয়াজিব।

স্বামীর খেদমতের উদাহরণ:

মুসলিম বোন! স্বামীর খেদমতের ব্যাপারে একজন সাহাবীর স্ত্রীর একটি ঘটনার উল্লেখ যথেষ্ট হবে বলে আমার ধারণা। তারা কীভাবে স্বামীর খেদমত করেছেন, স্বামীর কাজে সহযোগিতার স্বাক্ষর রেখেছেন ইত্যাদি বিষয় বুঝার জন্য দীর্ঘ উপস্থাপনার পরিবর্তে একটি উদাহরণই যথেষ্ট হবে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আসমা বিনতে আবু

---

[25] ফতাহুল বারি: ৯ : ২৯৫।

[26] ইবন কাসীর: ৩ : ৭৬৮।

বকর থেকে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত, তিনি বলেন, যুবায়ের আমাকে যখন বিয়ে করে, দুনিয়াতে তখন তার ব্যবহারের ঘোড়া ব্যতীত ধন-সম্পদ বলতে আর কিছু ছিল না। তিনি বলেন, আমি তার ঘোড়ার ঘাস সংগ্রহ করতাম, ঘোড়া মাঠে চরাতাম, পানি পান করানোর জন্য খেজুর আঁটি পিষতাম, পানি পান করাতাম, পানির বালতিতে দানা ভিজাতাম। তার সব কাজ আমি নিজেই আঞ্জাম দিতাম। আমি ভালো করে রুটি বানাতে জানতাম না, আনসারদের কিছু মেয়েরা আমাকে এ জন্য সাহায্য করত। তারা আমার প্রকৃত বান্ধবী ছিল। সে বলল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দান করা যুবায়েরের জমি থেকে মাথায় করে শস্য আনতাম, যা প্রায় এক মাইল দূরত্বে ছিল।”[২৭]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি নারীরা পুরুষের অধিকার সম্পর্কে জানত, দুপুর কিংবা

---

[27] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১৮২।

রাতের খাবারের সময় হলে, তাদের খানা না দেওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নিত না।”[২৮]

বিয়ের পর মেয়েকে উদ্দেশ্য করে উম্মে আকেলার উপদেশ:

আদরের মেয়ে, যেখানে তুমি বড় হয়েছ, যারা তোমার আপনজন ছিল, তাদের ছেড়ে একজন অপরিচিত লোকের কাছে যাচ্ছ, যার স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে তুমি কিছু জান না। তুমি যদি তার দাসী হতে পার, সে তোমার দাস হবে। আর দশটি বিষয়ের প্রতি খুব নজর রাখবে।

১-২. অল্পতে তুষ্টি থাকবে। তার তার অনুসরণ করবে ও তার সাথে বিনয়ী থাকবে।

৩-৪. তার চোখ ও নাকের আবেদন পূর্ণ করবে। তার অপছন্দ হালতে থাকবে না, তার অপ্রিয় গন্ধ শরীরে রাখবে না।

---

[28] তাবরানি, সহীহ আল-জামে: ৫২৫৯।

৫-৬. তার ঘুম ও খাবারের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবে। মনে রাখবে, ক্ষুধার তাড়নায় গোস্বার উদ্রেক হয়, ঘুমের স্বল্পতার কারণে বিষণ্নতার সৃষ্টি হয়।

৭-৮. তার সম্পদ হিফাযত করবে, তার সন্তান ও বৃদ্ধ আত্মীয়দের সেবা করবে। মনে রাখবে, সব কিছুর মূল হচ্ছে সম্পদের সঠিক ব্যবহার, সন্তানদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা।

পুরুষদের উদ্দেশে দু'টি কথা:

উপরের বক্তব্যের মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তা'আলার কিতাব এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের আলোকে মুসলিম বোনদের জন্য সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করার চেষ্টা করেছি মাত্র। তবে এর অর্থ এ নয় যে, কোনো স্ত্রী এ সবগুণের বিপরীত করলে, তাকে শাস্তি দেওয়া স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কোনো মুমিন ব্যক্তি কোনো মুমিন নারীকে ঘৃণা করবে না, তার একটি অভ্যাস মন্দ হলে, অপর আচরণে তার ওপর সন্তুষ্ট

হয়ে যাবে।”[২৯] তুমি যদি স্ত্রীর বিরুদ্ধাচরণ অথবা তার কোনো মন্দ স্বভাব প্রত্যক্ষ কর, তবে তোমার সর্বপ্রথম দায়িত্ব তাকে উপদেশ দেওয়া, নসীহত করা, আল্লাহ এবং তার শাস্তির কথা স্মরণ করে দেওয়া। তার পরেও যদি সে অনুগত না হয়, বদ অভ্যাস ত্যাগ না করে, তবে প্রাথমিক পর্যায়ে তার থেকে বিছানা আলাদা করে নাও। খবরদার! ঘর থেকে বের করবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “ঘর ব্যতীত অন্য কোথাও স্ত্রীকে পরিত্যাগ কর না।” এতে যদি সে শুধরে যায়, ভালো। অন্যথায় তাকে আবার নসীহত কর, তার থেকে বিছানা আলাদা কর। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: ٣٤]

“যে নারীদের নাফরমানির আশঙ্কা কর, তাদের উপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর, প্রহার কর, যদি তোমাদের

---

[29] সহীহ মুসলিম: ১০ : ৩১২।

আনুগত্য করে, তবে অন্য কোনো পথ অনুসন্ধান কর না।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩৪]

“তাদের প্রহার কর” এর ব্যাখ্যায় ইবন কাসীর রহ. বলেন, যদি তাদের উপদেশ দেওয়া ও তাদের থেকে বিছানা আলাদা করার পরও তারা নিজ অবস্থান থেকে সরে না আসে, তখন তোমাদের অধিকার রয়েছে তাদের হালকা প্রহার করা, যেন শরীরের কোনো স্থানে দাগ না পড়ে। জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজে বলেছেন, “তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর, তারা তোমাদের কাছে আবদ্ধ রয়েছে। তোমরা তাদের মালিক নও, আবার তারা তোমাদের থেকে মুক্তও নয়। তাদের কর্তব্য, তোমাদের বিছানায় এমন কাউকে জায়গা না দেওয়া, যাদের তোমরা অপছন্দ কর। যদি এর বিপরীত করে, এমনভাবে তাদের প্রহার কর, যাতে শরীরের কোনো স্থানে দাগ না পড়ে। তোমাদের কর্তব্য সাধ্য মোতাবেক তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা।” প্রহারের সংজ্ঞায় ইবন আব্বাস ও অন্যান্য মুফাসসির দাগ বিহীন প্রহার বলেছেন। হাসান বসরিও তাই বলেছেন।

অর্থাৎ যে প্রহারের কারণে শরীরে দাগ পড়ে না।"[৩০]
চেহারাতে প্রহার করবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, চেহারায় আঘাত করবে না।

স্বামীর ওপর স্ত্রীর অধিকার:

স্বামী যেমন কামনা করে, স্ত্রী তার সব দায়িত্ব পালন করবে, তার সব হক আদায় করবে, তদ্রুপ স্ত্রীও কামনা করে। তাই স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীর সব হক আদায় করা, তাকে কষ্ট না দেওয়া, তার অনুভূতিতে আঘাত হানে এমন আচরণ থেকে বিরত থাকা। মুসনাদে আহমদে বর্ণিত, হাকিম ইবন মুয়াবিয়া তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আমি বললাম, "আল্লাহর রাসূল, আমাদের ওপর স্ত্রীদের কী কী অধিকার রয়েছে? তিনি বললেন, তুমি যখন খাবে, তাকেও খেতে দিবে। যখন তুমি পরিধান করবে, তাকেও পরিধান করতে দেবে। চেহারায় প্রহার করবে না। নিজ ঘর ব্যতীত অন্য কোথাও তার বিছানা

---

[30] ইবন কাসীর: ১ : ৭৪৩।

আলাদা করে দেবে না।” অন্য বর্ণনায় আছে, “তার শ্রী বিনষ্ট করো না।”[৩১]

সহীহ বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসের কিতাবে আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “হে আব্দুল্লাহ, আমি জানতে পারলাম, তুমি দিনে সাওম রাখ, রাতে সালাত পড়, এ খবর কি ঠিক? আমি বললাম, হ্যাঁ, আল্লাহর রাসূল। তিনি বলেন, এমন কর না। সাওম রাখ, সাওম ভাঙ্গো। সালাত পড়, ঘুমাও। কারণ, তোমার ওপর শরীরের হক রয়েছে, চোখের হক রয়েছে, স্ত্রীরও হক রয়েছে।”[৩২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, যার দু’জন স্ত্রী রয়েছে, আর সে একজনের প্রতি বেশি

---

[31] মুসনাদে আহমদ: ৫ : ৩

[32] ফাতহুল বারি: ৯ : ২৯৯

ঝুঁকে গেল, কিয়ামতের দিন সে একপাশে কাত অবস্থায় উপস্থিত হবে।”[৩৩]

সম্মানিত পাঠক! আমাদের আলোচনা সংক্ষেপ হলেও তার আবেদন কিন্তু ব্যাপক। এখন আমরা আল্লাহর দরবারে তার সুন্দর সুন্দর নাম, মহিমান্বিত গুণসমূহের উসীলা দিয়ে প্রার্থনা করি, তিনি আমাকে এবং সকল মুসলিম ভাই-বোনকে এ কিতাব দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমরা এমন না হয়ে যাই, যারা নিজ দায়িত্ব আদায় না করে, স্ত্রীর হক উসূল করতে চায়। আমাদের উদ্দেশ্য কারো অনিয়মকে সমর্থন না করা এবং এক পক্ষের অপরাধের ফলে অপর পক্ষের অপরাধকে বৈধতা না দেওয়া। বরং আমাদের উদ্দেশ্য প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্বের ব্যাপারে আল্লাহর সামনে জবাবদিহির জন্য সচেতন করা।

---

[33] সুনান আবূ দাউদ; সুসান তিরমিযী।

পরিসমাপ্তি

পরিশেষে স্বামীদের উদ্দেশে বলি, আপনারা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন, তাদের কল্যাণকামী হোন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা নারীদের কল্যাণকামী হও। কারণ, তাদের পাঁজরের হাড্ডি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে, পাঁজরের হাড্ডির ভেতর উপরেরটি সবচেয়ে বেশি বাঁকা। যদি সোজা করতে চাও, ভেঙে ফেলবে। আর রেখে দিলেও তার বক্রতা দূর হবে না, তোমরা নারীদের ব্যাপারে কল্যাণকামিতার উপদেশ গ্রহণ কর।”[৩৪]

নারীদের সাথে কল্যাণ কামনার অর্থ, তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা, ইসলাম শিক্ষা দেওয়া, এ জন্য ধৈর্য ধারণ করা; আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার নির্দেশ দেওয়া, হারাম জিনিস থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেওয়া। আশা করি, এ পদ্ধতির ফলে তাদের জান্নাতে যাওয়ার পথ সুগম হবে। দুরূদ ও সালাম রাসূলুল্লাহ

[34] বর্ণনায় বুখারী, মুসলিম, বায়হাকী ও আরো অনেকে।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার বংশধরের ওপর। আমাদের সর্বশেষ কথা, “আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা। তিনি দু-জাহানের পালনকর্তা।”

মুসলিম নারীর পর্দার জরুরি শর্তসমূহ

১. সমস্ত শরীর ঢাকা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ ءَابَآئِهِنَّ أَوۡ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآئِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوۡ نِسَآئِهِنَّ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيۡرِ أُوْلِي ٱلۡإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفۡلِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يَظۡهَرُواْ عَلَىٰ عَوۡرَٰتِ ٱلنِّسَآءِۖ وَلَا يَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا يُخۡفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٣١﴾ [النور: ٣١]

"আর মুমিন নারীদেরকে বল, যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ করবে না। তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশকে ঢেকে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজদের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাইয়ের

ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীগণ, তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে, অধীন যৌনকামনামুক্ত পুরুষ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারো কাছে নিজদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।” [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩১]

অন্যত্র বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٥٩﴾ [الاحزاب: ٥٩]

“হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিন নারীদেরকে বল, ‘তারা যেন তাদের জিলবাবের কিছু অংশ নিজদের উপর ঝুলিয়ে দেয়, তাদেরকে চেনার ব্যাপারে এটাই সবচেয়ে কাছাকাছি পন্থা হবে। ফলে তাদেরকে কষ্ট দেওয়া হবে না। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৫৯]

২. কারুকার্য ও নকশা বিহীন পর্দা ব্যবহার করা:

তার প্রমাণ পূর্বে বর্ণিত সূরা নুরের আয়াত وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ "তারা স্বীয় রূপ-লাবণ্য ও সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না।" এ আয়াতের ভেতর কারুকার্য খচিত পর্দাও অন্তর্ভুক্ত। কারণ, আল্লাহ তা'আলা যে সৌন্দর্য প্রকাশ করতে বারণ করেছেন, সে সৌন্দর্যকে আরেকটি সৌন্দর্য দ্বারা আবৃত করাও নিষেধের আওতায় আসে। তদ্রূপ সে সকল নকশাও নিষিদ্ধ, যা পর্দার বিভিন্ন জায়গায় অঙ্কিত থাকে বা নারীরা মাথার উপর আলাদাভাবে বা শরীরের কোনো জায়গায় যুক্ত করে রাখে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ﴾ [الاحزاب: ٣٣]

"আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাক-জাহেলী যুগের মতো সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না।" [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৩৩]

التبرج অর্থ: নারীর এমন সৌন্দর্য ও রূপ-লাবণ্য প্রকাশ করা, যা পুরুষের যৌন উত্তেজনা ও সুড়সুড়ি সৃষ্টি করে।

এ রূপ অশ্লীলতা প্রদর্শন করা কবিরা গুনাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তিনজন মানুষ সম্পর্কে তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা কর না। (অর্থাৎ তারা সবাই ধ্বংস হবে।) ক. যে ব্যক্তি মুসলিমদের দল থেকে বের হয়ে গেল অথবা যে কুরআন অনুযায়ী দেশ পরিচালনকারী শাসকের আনুগত্য ত্যাগ করল, আর সে এ অবস্থায় মারা গেল। খ. যে গোলাম বা দাসী নিজ মনিব থেকে পলায়ন করল এবং এ অবস্থায় সে মারা গেল। গ. যে নারী প্রয়োজন ছাড়া রূপচর্চা করে স্বামীর অবর্তমানে বাইরে বের হলো।"[৩৫]

৩. পর্দা সুগন্ধি বিহীন হওয়া:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রচুর হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সুগন্ধি ব্যবহার করে নারীদের বাইরে বের হওয়া হারাম। সংক্ষিপ্ততার জন্য আমরা এখানে উদাহরণস্বরূপ, রাসূলের একটি হাদীস উল্লেখ করছি, তিনি বলেন, "যে নারী

[35] হাকেম, সহীহ আল-জামে: ৩০৫৮।

সুগন্ধি ব্যবহার করে বাইরে বের হলো, অতঃপর কোনো জনসমাবেশ দিয়ে অতিক্রম করল তাদের ঘ্রাণে মোহিত করার জন্য, সে নারী ব্যভিচারিণী।”[৩৬]

৪. শীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভেসে উঠে এমন পাতলা ও সংকীর্ণ পর্দা না হওয়া।

ইমাম আহমদ রহ. উসামা ইবন যায়েদের সূত্রে বর্ণনা করেন, “দিহইয়া কালবির উপহার দেওয়া, ঘন বুননের একটি কিবতি কাপড় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পরিধান করতে দেন। আমি তা আমার স্ত্রীকে দিয়ে দিই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাকে বলেন, কী ব্যাপার, কাপড় পরিধান কর না? আমি বললাম, আল্লাহর রাসূল, আমি তা আমার স্ত্রীকে দিয়েছি। তিনি বললেন, তাকে বল, এর নিচে যেন সে সেমিজ ব্যবহার করে। আমার মনে হয়, এ কাপড় তার হাড়ের আকারও প্রকাশ করে দিবে।”[৩৭]

---

[36] আহমদ, সহীহ আল-জামে: ২৭০১।

[37] আহমদ ও বায়হাকী।

৫. পর্দা শরীরের রং প্রকাশ করে দেয় এমন পাতলা না হওয়া।

সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জাহান্নামের দু' প্রকার লোক আমি এখনও দেখি নি:

(ক) সেসব লোক যারা গরুর লেজের মতো বেত বহন করে চলবে, আর মানুষদের প্রহার করবে।

(খ) সে সব নারী, যারা কাপড় পরিধান করেও বিবস্ত্র থাকবে, অন্যদের আকৃষ্ট করবে এবং তারা নিজেরাও আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথা হবে ঘোড়ার ঝুলন্ত চুটির মত। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, তার ঘ্রাণও পাবে না।

৬. নারীর পর্দা পুরুষের পোশাকের ন্যায় না হওয়া।

ইমাম বুখারী ইবন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষের

সাদৃশ্য গ্রহণকারী নারী এবং নারীদের সাদৃশ্য গ্রহণকারী পুরুষের ওপর অভিসম্পাত করেছেন।”[৩৮]

৭. সুখ্যাতির জন্য পরিধান করা হয় বা মানুষ যার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে, পর্দা এমন কাপড়ের না হওয়া।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন “যে ব্যক্তি সুনাম সুখ্যাতির পোশাক পরিধান করবে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন অনুরূপ কাপড় পরিধান করাবেন, অতঃপর জাহান্নামের লেলিহান আগুনে তাকে দগ্ধ করবে।” সুনাম সুখ্যাতির কাপড়, অর্থাৎ যে কাপড় পরিধান করার দ্বারা মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধি লাভ উদ্দেশ্য হয়। যেমন, উৎকৃষ্ট ও দামি কাপড়, যা সাধারণত দুনিয়ার সুখ-ভোগ ও চাকচিক্যে গর্বিত-অহংকারী ব্যক্তিরাই পরিধান করে। এ হুকুম নারী-পুরুষ সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যে কেউ এ ধরনের কাপড় অসৎ উদ্দেশ্যে পরিধান করবে, কঠোর হুমকির সম্মুখীন হবে, যদি তাওবা না করে মারা যায়।

৮. পর্দা বিজাতীয়দের পোশাক সাদৃশ্য না হওয়া।

---

[38] সহীহ বুখারী, ফাতহুল বারি: ১০ : ৩৩২।

ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে আবু দাউদ ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেন, “যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের সাথে মিল রাখল, সে ওই সম্প্রদায়ের লোক হিসেবে গণ্য।”

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَلَمۡ يَأۡنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن تَخۡشَعَ قُلُوبُهُمۡ لِذِكۡرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلۡحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلُ﴾ [الحديد: ١٦]

“যারা ঈমান এনেছে তাদের হৃদয় কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য নাযিল হয়েছে, তার কারণে বিগলিত হওয়ার সময় হয় নি? আর তারা যেন তাদের মতো না হয়, যাদেরকে ইতঃপূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিল।” [সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ১৬]

ইবন কাসীর অত্র আয়াতের তাফসীরে বলেন, “এ জন্য আল্লাহ তা‘আলা মুমিনদেরকে মৌলিক কিংবা আনুষাঙ্গিক যে কোনো বিষয়ে তাদের সামঞ্জস্য পরিহার করতে বলেছেন। ইবন তাইমিয়্যাও অনুরূপ বলেছেন। অর্থাৎ অত্র আয়াতে নিষেধাজ্ঞার পরিধি ব্যাপক ও সব ক্ষেত্রে সমান, কাফিরদের অনুসরণ করা যাবে না।”[৩৯]

সমাপ্ত

---

[39] ইবন কাসীর: ৪ : ৪৮৪।

বইটি কুরআন, হাদীস, আদর্শ মনীষীগণের উপদেশ এবং কতিপয় বিজ্ঞ আলিমের বাণী ও অভিজ্ঞতার আলোকে একজন নেককার নারীর গুনাবলি কী হবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। বইটিতে মূলত নারীদের বিষয়টি বেশি গুরুত্ব পেয়েছে, অবশ্য পুরুষদের প্রসঙ্গও আলোচিত হয়েছে, তবে তা প্রাসঙ্গিকভাবে। যে নারী-পুরুষ আল্লাহকে পেতে চায়, আখেরাতে সফলতা অর্জন করতে চায়, তাদের জন্য বইটি পাথেয় হবে বলে দৃঢ় আশাবাদী।